গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ।

তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল

দেশের বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানির নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে

একই স্থানে এসে সমাপ্ত হয়।

এ সময় তারা, “হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই?’, ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘নিষিদ্ধ লীগের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘সন্ত্রাস লীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অ্যাকশন,” ছাত্রলীগের গুন্ডারা হুশিয়ার, সাবধান ইত্যাদি স্লোগান দেন।

জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা বিভিন্ন ভাবে অরাজকতা করার চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ছাত্রদল কিন্তু এখনো রাজপথে রয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যদি ভেবে থাকে আমরা দমে গিয়েছি তাহলে তারা ভুল করছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বার্তা দিতে চাই, তারা যেন কোনভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করার চেষ্টা করে। আমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য রাজপথে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

প্রতিবাদ মিছিলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদ বিন রফিক সিজার, সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, সাবেক ছাত্রনেতা মনি, জনি, সজল, চঞ্চল, মোমিন, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, সোহাগ, রকি,পৌর কলেজ শাখার ছাত্রনেতা সজিব, বাধন, ফারদিন, রাব্বি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রনেতা সালমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রনেতা জয়নাল, স্বাধীন, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রনেতা আশিক, সুইমসহ জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল

ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।
শনিবার সকালে মেহেরপুরের কাথুলী রোড থেকে এই লিফলেট বিতরণ শুরু করে কোর্ট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপি সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনছা-উল -হক, সাবেক সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মীর ফারুক, সাবেক সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, পাবলিক প্রসিকিউটর জেলা ও দায়রা জজ আদালত আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, সাবেক পৌর সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল (আলম), জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ, ইসমাইল শাহ, দবির, জনি,সহ জেলা বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপি’র ঐতিহাসিক জনসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জনসভার আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্যামপুর ক্লাব বাজারে এই ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির অন্যতম নেতা মোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন এই বিএনপি আপনাদের বিএনপি, জনগণের বিএনপি, জাভেদ মাসুদ মিলটনের বিএনপি নয়, সুতরাং আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের কেই নিতে হবে, আগামী দিনের বিএনপি কিভাবে চলবে মেহেরপুর জেলাতে, আজকে আপনাদের সামনে আমি বার্তা দিতে এসেছি, আমি আপনাদের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম জননেতা জনাব তারেক রহমান যে আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে আপনাদের সামনে পাঠিয়েছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম সেই আস্থার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটবে না । গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি নেতা নির্বাচন করবেন আপনারা।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সহ-সভাপতি আনছা-উল -হক, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল (আলম), জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ সহ জেলা বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক জনসভায় সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইলিয়াস হোসেন, এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জনসভায় শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে বিশাল একটা মিছিল নিয়ে উপস্থিত হন।

মেহেরপুরে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি করেছে জেলা ছাত্রদল।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরের নেতৃত্বে শহরের কাথুলি বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন চাঁদ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহী, সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রৌমিক, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ রাজিব খানসহ জেলা ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে যুবদল নেতা হত্যার জড়িতদের গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা হত্যার ক্লু উদ্ধার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি ও যুবদল।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জালিয়ে এই সমাবেশ করেন তারা।
এসময় কিছুক্ষণের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।
এছাড়াও পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব এনামুল হক, যুবদল নেতা আব্দুল গাফফারসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তরা বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেনের হত্যার ক্লু উদ্ধার ও ঘাতকদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। যুবদলের নেতা হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে ২৪ ঘন্টা পার হলে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা ঘাতকদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

এসময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এর আগে জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন নিহত যুবদল নেতার মরদেহ দেখে একই দাবী জানান।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি আলমগীর হোসেনের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরপরই এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও যুবদল।

গাংনীতে ওয়ার্ড যুবদল সভাপতির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন
(৪৫) এর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) সকালে গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া বাদিয়াপাড়া কামারখালি মাঠের রাইমনতলা নামক স্থান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মইন উদ্দিনের ছেলে ও গাংনী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি। প্রায় তিন মাস আগে দুবাই থেকে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাতের কোনো এক সময়ে আলমগীর হোসেনকে গলাকেটে হত্যা করেছে দূর্বৃত্তরা। সকালে স্থানীয়দের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। কি কারনে তাকে হত্যা করেছে এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

গাংনী পৌর যুবদলের সভাপতি সাইদুল ইসলাম জানান, গতরাতে গাংনী বাজারে ছিলো আলমগীর হোসেন। তারপর থেকে নিখোঁজ হয় সে। আজ সকালে তার গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে আমাদের খবর দেন। তবে, কি কারনে এঘটনা কিছুই বলতে পারছিনা।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে ছাত্রদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের উদ্যোগে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলন, কেক কাটা, বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

র্যালিটি স্থানীয় ছাত্রদল কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে ইউনিয়নের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে নেতাকর্মীরা জাতীয় পতাকা ও দলীয় প্রতীকসহ বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু’র সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা নয়ন, আলিফ, কুরবান, আশরাফুল, আশিক, সজিবুল, হাবিব, রানা, অপু, সাব্বির, মাহাতাব, আকাশ, রাব্বি, লিটন, সিজান, স্বপন, অন্তর, রাজু, নূরালি, সোহান, ওবায়দুল্লাহসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক তানজিল হাসান তামিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিক।

পরে বিকাল সাড়ে ৫টার সময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র অস্থায়ী কার্যালয়ে কেক কাটা হয়।

দামুড়হুদায় ছাত্রদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দেশের অন্যতম বৃহৎ ছাত্রসংগঠনে পরিণত হয় ছাত্রদল। তারই উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলন, কেক কাটা, বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

র্যালিটি স্থানীয় ছাত্রদল কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে নেতাকর্মীরা জাতীয় পতাকা ও দলীয় প্রতীকসহ বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে অংশ নেন। র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতারা বক্তৃতা দেন। তারা দলীয় ঐক্য বজায় রাখা এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান। উচ্ছ্বাস ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত এ র্যালি দলীয় কর্মসূচি সফল করতে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

অনুষ্ঠানে দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আজ বুধবার সকাল ১০ টার সময় দামুড়হুদা বিএনপি’র অস্থায়ী কার্যালয়ে কেক কাটা হয়।

অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আফজালুল হক সবুজের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মন্টু মিয়া, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনছার আলী,দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মোঃ জাকির হোসেন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক জনি, ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইনজামামুল হকসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডিকে সুলতান জসিম।